প্রবাসী ভূমিপুত্র

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে বহির্বঙ্গবাসি বা আরও সীমিত পরিসরে বিহারবাসি বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানটি পর্যালোচনা করতে গেলে দুটো দিকই আমাদের সামনে আসে। দীর্ঘ আঠাশ বছর তো এই বিহারেই কেটে গেল - জীবনের অর্ধেকের বেশি। সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায়। দোষ ত্রুটি স্খলন পতন সবকিছু সমেত বড় কাছ থেকে দেখেছি বিহারকে। ঝিবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হবার কারণে সাহিত্যিক পরিমন্ডলটিকে দেখা এবং সাংস্কৃতিক জগতে বিহারের রাজ্য প্রতিনিধি হয়ে কেন্দ্রে যাওয়ার বিহার সরকারকে বাঙালির প্রতিতার মানসিকতাকে দেখার এবং বিহারবাসি বাঙালির সাফল্য অসাফল্যের কাছাকাছি হবার অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা ঋদ্ধ করেছেন তাঁরা অনেকেই বিহারের। সেই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব বা কৃতিত্ব আর আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা 'পাক্ষিক সমালোচক' ১২৯১ এ দ্বারভাঙ্গা থেকে প্রকাশহয়েছিল এ কথ াও বহু আলোচিত।

সাহিত্য চর্চা, বহির্বঙ্গ জীবনে অত্যন্ত জরী অনুষঙ্গ হলেও যেসব বাঙালি শিকড়ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘকাল বহির্বঙ্গে বসবাস করছেন--- এক ভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে - তার সাহিত্য ছাড়াও অন্য, অনন্য এবং ভূমিপুত্র ছিন্নমূল প্রব াসী অবয়ব তৈরী হয়েছে।

বিহারে বাঙালির চার ধরনের পরিচয় দেওয়া যায়। (১) স্বাস্থ্যান্বেষী বায়ুভুক, (২) সরকারী বা বেসরকারিচাকুরে, (৩) জমিদার, স্বাধীন ব্যবসায়ী অথবা ভূমিপুত্র, (৪) শিক্ষাসূত্রে আগত। প্রাক স্বাধীনতা কালে বিহারে বাঙালির একাধিপত্য ছিল। বিহারে যত সরকারি, বা বেসরকারি স্কুল ছিল তার প্রায় নববুই ভাগ বাঙালি প্রতিষ্ঠিত। স্কুলকলেজে অধিকাংশ শিক্ষক বাঙালি। উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার সরকারি চাকুরে, রেলের বাবু প্রায় আশি ভাগ বাঙালি। ব্যবসায়ী বা জমিজম ার মালিকানাও ছিল। অভ্রখনির মালিক সত্যকিঙ্কর সাহানা থেকে আজকের এইচ. পি. ঘোষ পর্যন্ত বহু প্রতিষ্ঠিত বাঙালি ব্যবসায়ী ছিলেন বা এখনও আছেন। কিন্তু ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার উকীল যাঁরা আছেন তাঁদের জন্ম প্রাক - স্বাধীনতা যুগে। বর্তমান প্রজন্ম বিহারে তাদের কেরিয়ার বরবাদ করতে নারাজ। এখন যাঁরা ঐ সব পদে আছেন তাঁরা চাকুরীসূত্রে বদলী হয়ে এসেছেন। বাঙালিরা এখন জীবনবীমা, ব্যাঙ্ক, পিয়ারলেস, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং অন্যান্য বেসরকারি চ াকরির সঙ্গে যুক্ত। যাঁরা পুষানুত্রমে বিহারে ছিলেন তাঁরা বেশিরভাগ পূর্বপুষের বাড়িঘর জমিজমা জলের দামে বিত্রি করে চলে আসছেন চেতলা, বেহালা, নাকতলা, চন্দননগর, সল্টলেক, কেষ্টপুর। ভয়ে। দাদাগিরির ভয়ে। শরৎবাবু, বনফুল, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজরিড়ত ভাগলপুর থেকে বহু প্রতিষ্ঠিত বাঙালি জলের দামে সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গল্পে (ভোলানাথের উইল) লিখেছেন "পথের ধারে ঘর বাড়ি বাগান আজও বাঙা লিদের পূর্ণ সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়," দাদামশাই ভাবতেও পারেন নি যে শরৎচন্দ্রের খামার বাড়ি, ইন্দ্রনাথের বাড়ি, বনফুলের বাড়ি আজ অবহেলায় পড়ে থাকবে। পূর্ণিয়ায় দাদামশাই এর বাড়ি আগাছায় ভরা - অযত্নে জীর্ণ। সতীনাথের বাড়িটি কিনেছেন এক মাড়োয়ারি। ভেঙে নতুন নির্মাণের কাজ শু হচ্ছে। তবে ভদ্রলোক সতীনাথের স্মৃতি সম্পর্কের মমত্ববে

াধ সম্পন্ন। মজৎফরপুরে, কবি - কন্যা, মাধুরীলতার বাড়িটি নবকলেবরে 'মোদি - হাউস'। মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী মজঃফরপুরে এলে আমি সেই বাড়িতে একবার নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু শ্রী বদরী মোদি বাড়ি মালিক সেই অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ করেন নি। অনুরূপা দেবীর বাড়িটি এখন সিনেমাহলের পাশে জলবিয়োগের জায়গা। ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির অবস্থাও কিছু মনোরম নয়। একমাত্র বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উত্তর পুষ আছেন বলে বাড়িটির কোন বাড়তি বৈভব না হলেও বেঁচে বর্ত্তে আছে।

একটা সময় ছিল যখন বাংলাস্কুল, বাঙালি টোলা, বাঙালি আখড়া, বাঙালি ক্লাব ছিল লোকের মুখে মুখে। দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্ক যেমন মিনি কোলকাতা তেমনি পাটনার কদমকুয়া, ইয়ারপুর, ভাগলপুরের বাঙালিটোলা, জামালপুরের রেলকলোনি, দ্বারভাঙ্গার লাহেরিয়াসরাই পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজার আজাদকলোনি বছর কুড়ি পর্যন্ত রমরম করত। কিন্তু স াজানো বাগান.....

বাংলাস্কুলগুলি ঝাঁপ ফেলেছে। পাটনার 'রামমোহন রায় সেমিনারি'তে বহুদিন হল বাংলা পড়ানো বন্ধ। এমনকি বাঙালি প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটি এবার বাঙালির হাতছাড়া হতে চলেছে। তার কারণ কিন্তু আমাদের অন্তর্কলহ।কোন রাজনীতি বা সরকারের অনীহা নয়। ইয়ারপুরের 'কালীবাড়ি - বাংলা মাধ্যমিক স্কুল'টি বন্ধ। মজঃফরপুরে হরিসভা স্কুলটির নাম এখনও আছে 'Harisabha, minority linguistic Middle School' কিন্তু পড়ানো হয় হিন্দী মিডিয়ামে। একটি ছাত্রও বাঙালি নয়। ভাগলপুরের মোক্ষদাচরণ হাইস্কুলের হিন্দী মিডিয়ামে চলছে। সমস্তিপুরে বিভূতিভূমণ মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তএকটি স্কুল খুলেছিলেন 'মাতৃমন্দির বাংলা স্কুল' সম্প্রতি ফলকটি খুলে ফেলে একটি মিশনারী স্কুল চলছে। এবার আশার কথাও একটু বলি - পাটনায় 'বিদ্যাবীথি' মিডল স্কুলে বাঙালি টিচাররা জোর জবরদস্তি করে ২/৪ টি বাচচাকে বাংলা পড়ান। দ্বারভাঙ্গার তিনটি সরকারি বাংলা স্কুল এখনও চলছে। পীতাম্বরী বাংলা বিদ্যালয়' -- যে স্কুলের ছাত্র ছিলেন নন্দলাল বসু, রাজশেখর বসু এবং স্বয়ং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয়টি 'বিনয়ভূষণ বালিকা বিদ্য ালয়' এবং তৃতীয়টি 'একক বিদ্যালয়' ।কাটিহারে 'রামকৃষ্ণ মিশন, বাংলা মিডিয়ামও আছে, 'বেলড়ি স্কুলে' বাংলা পড়ানো হয়, পূর্ণিয়ায় 'ভাট্টা মিডল স্কুলে' রয়েছে, যদিও সবগুলিই তাদের হৃতগৌরব নিয়ে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। উত্তরোত্তর বাড়ছে ছ াত্রছাত্রীর অভাব। তবুও। স্কুল থেকে বিষয়টি উঠে যাওয়ায় বাংলা শিক্ষক নিয়োগ বহুদিন হোল বন্ধ। যাঁরা এখনও রিটায় ার করেন নি তাঁরাভূগোল বা স্বাস্থ্য নিদেন ইতিহাস পড়ান। কিন্তু কলেজে? বিহারে কটা কলেজে স্নাতক বা অনার্সে ছাত্রছ াত্রী আছে? কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পাঁচটা, কোনটাতে সাতটা বেশিরভাগ শূন্য। ঐ পাঁচ সাতটা কিন্তু সব ক্লাস মিলিয়ে। কলেজে বছরের পর বছর ছাত্র না থাকলে প্রফেসরদের কেরানীর কাজ করতে হয়। এই এ্যাডমিশন ইনচার্জ হওয় া, পরীক্ষা Control করা লাইব্রেরীর কাজ করা, পরীক্ষায় invigilation করা ইত্যাদি, তারপরও শোনা - 'আহা কি কপ াল করেছেন ভাই। পরের জন্ম বাংলাই পড়ব।' কলেজে টিচার নিয়োগ হোল না উল্টেযাঁরা রিটায়ার করলেন তাঁদের পে াষ্টগুলি শূন্য থাকতে থাকতে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। বলতে পারেন abolish করে দেওয়া হোল। দিল্লী ইুনিভাসিটির অধ্যক্ষ ডঃ জয়ন্তী চক্রবর্তী বলছিলেন, যে দিন আমরা সবাই রিটায়ার করবো সেদিন বাংলা বিভাগ উঠে যাবে। বিহারেও তাই। আমরা এম. এ. তে ছাত্র পাই পশ্চিমবঙ্গের বদান্যতায়। কোলকাতা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরে ভর্তি হতে না পারা ছাত্ররা আমাদের মুখ রক্ষা করে। কিন্তু মজার কথা পড়াবার লোক কই? আমার ডিপার্টমেন্ট আমি একা বুঁদির কেল্লা রক্ষা করে চলেছি। প্রিভিয়াস এবং ফাইনাল মিলিয়ে আট আট ষোল পেপার। গড সেভ দি কিং! এ্যাপয়েন্টমেন্ট বন্ধ। চেষ্টায় আপ্র াণ। কিন্তু প্রত্যেকের মনেই সেই এক ধারণা। বাংলা কেউ পড়ে বুঝি? আপনারা তো পেনসন পান। টিচারের বায়নাক্কা কিসের? হ্যাঁ, আমার সম্মান উত্তরোত্তর বাড়ছে। সিনেট, সিন্ডকেট, U.G.C. অবজারভার, এক্সপার্ট সব তুমি হও। শুধু ব াংলা নিয়ে আদিখ্যেতা কোর না, ভাষা নিয়ে চেঁচামেটি কোরোনা। করারকিছু নেই, বিহারের কেউ বাংলা পড়ে না।

আরও একটা অসুবিধা আছে, পশ্চিমবঙ্গে চল্লিশ পেলে পাশ কিন্তু এখানে পয়তাল্লিশ। ফলে সেখান থেকেআসা পয়তা ল্লিশের কমে কেউ এম, এ তে ভর্তি হতে পারে না। (উচিত নয়, কিন্তু কি করি বলুন)।

সত্তর সাল পর্যন্ত সমগ্র বিহারে ক্লাস ওয়ানে প্রায় এক লক্ষ বাঙালী ছাত্রছাত্রী পড়ত। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিত চোদ্দ হাজার। এখন ওয়ানে পড়ে এক থেকে দেড় হাজার, ম্যাট্রিকের কথা থাক।

টেক্সট বুক কর্পোরেশনের সঙ্গে বিহার বাঙালি সমিতির যোগাযোগে বাংলা বই ছাপা হচ্ছিল। হিন্দী বইয়েরবাংলা অনুব

াদ। ফলে স্কুলে বাংলা বইয়ের অভাব হয় নি। এক লক্ষ টাকায় অনুবাদ হোল কিন্তু গত দশ বছর ধরেবাংলা ছাপা বন্ধ। বই না পেলে হিন্দীতে পড়ে বাংলায় উত্তর লেখার ঝকমারি না ছাত্ররা নিতে চায়, না অভিভাবক।
কি সুচতুর প্রশাসনিক খেলায় বাংলা বিতাড়নের কাজ চলছে। সাংবিধানিক অধিকারকে অক্ষুন্ন রেখে বাংলা ভাষার অধিকার থেকে বাঙালিকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।
বিহার বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা হোল ১২ই মে ১৯৮৩। শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা অবশ্যই উল্লেখ্য এর জন্য। অধ্যক্ষ হলেন শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তারপর শ্রী গোপাল হালদার এবং এরপর ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পর পর বেশ কিছু ভাল কাজ হোল। বিহারের কৃতি সাহিত্যিকদের পান্ডুলিপি সংরক্ষণ, সাহিত্যের পুনর্মুদ্রণ, বিহার ও হিন্দী এবং বাংলাভাষার যোগযোগ সম্পর্কিত কিছু প্রকাশন, বিহারের প্রতিভাবান সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের স্বীকৃতি এবং সম্মান জ্ঞাপন, বাংলা ভাষা দিবস পালন ইত্যাদি। কিন্তু সেই দিব্যরূপ এখন নিষ্প্রভ। কারণটাকিন্তু সরকারের অনীহা নয়, আমাদের অন্তর্কলহ দলাদলি, স্বার্থান্বেষণ, স্বজনপোষণ এবং যোগ্যতার অভাব।
বর্তমানে বাঙালি রাজনীতিবিদ নেই বিহারে। ছিলেন জগন্নাথ সরকার, ছিলেন অজিত সেন এবং অজিত সরকার। পূর্ণিয়ার সি, পি, আই, নেতা -- দীর্ঘদিন। যাঁর জনপ্রিয়তা যে কোন রাজনৈতিক নেতার ঈর্ষার কারণ হতে পারত। তাঁক হত্যা করা হয়েছিল।
পিছনে কি রাজনৈতিক চত্রান্ত সেটা বলছি না অথবা জানিও না। মুহূর্তের মধ্যে কাতারে কাতারে শোকস্তব্ধ মানুষ জমায়েৎ হোল। আশেপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার আদিবাসি ঘিরে ফেলল শহরকে, জ্বলতে লাগলথানা সরকারি যানবাহন - চোখের জল আর আত্রোশের আগুনে ভস্মীভূত হোতে লাগল শহর। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লালুজীর হেলিকপ্টার নামতে পারছিল না সার্কিট হাউসে। মিলিটারি দিয়ে R.P.F. দিয়ে কোনত্রমে সার্কিট হাউস ঘিরে নেমে এসে সমঝোতা করলেন মাধবী সরকারের সঙ্গে। তাঁকে করে দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কি দাঁড়াল ফলাফল? ফাঁদ পাতা তো সর্বত্র। ফাঁদে পড়ার বোকামিটাকার? এতদিনের বাঙালি নেতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন অন্তর্কলহে। বিহার থেকে ঝাড়খন্ড পৃথক হয়েছে ২০০০ সালের ২রা আগস্ট। তারও আগে থেকে ঝাড়খণ্ডে বাংলার শ্বাসকষ্ট শু। লোকসভার সদস্য ভজহরি মাহাতোর কারাদন্ডহয়েছিল ---এই গানটি লিখেছিলেন বলে---
শোন বিহারী ভাই---
তোরা রাখতে লারবি ডাঙ্ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড়
বাংলা বিহারী বুদ্ধি তাই।
বাংলা বিহারী সবাই---
এক ভারতের আপন ভাই
বাঙালিকে মারলি তবু
বিষ ছড়ালি হিন্দী চাই।
বাংলা ভাষার দাবিতে চাই
কোন ভেদের কল নাই।
এক ভারতে ভাই ভাই।
মাতৃভাষাই রাজ্যে চাই।

কিন্তু সেটা হয় নি, না বিহারে, না ঝাড়খন্ডে। পশ্চিমবঙ্গেই হোলনা। তা সেকথা যাক। আমরা বরং আত্মসমালোচনা করেই দেখি না আমাদের পায়ের নীচের মাটিটা এত পলকা কেন?
আমাদের সরকার কেন পাত্তা দেয়না? ভোট ব্যাঙ্ক কই? কেন আমরা কোনদিন এমনকি বাংলার বাইরেও এক নই?

যতই ভূমিপত্র হইনা কেন এটা আমাদের প্রবাস, আত্মপ্রবঞ্চনা করে লাভ নেই।
সরকারও জানে দলাদলিতে আমাদের জুড়ি নেই। আমাদের স্কুলবন্ধ, শিক্ষক নিয়োগ নেই, বই ছাপা হচ্ছে না। খুব অন্যায়! কিন্তু কজন অভিভাবক তার বাচচাকে বাংলা মিডিয়ামে পড়াবে ইংরেজী মিডিয়াম ছেড়ে? বাঙালি মা বাবা গৌরব সহকারে সন্তানের অবাঙালি নাম রাখেন, পদবী পরিহার করেন। যেমন অনন্যা গৌতম আদিত্য গৌতম (আসলে তারা বসু, গৌতম গোত্র) বিমল প্রকাশ, ইলা ঋচা, অনিন্দ্ধ কুমার ইত্যাদি। অন্তত বাঙালি হবার হীনমন্যতাটুকু তো কাটাতে পারলো। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন আর বিহার বাঙালি সমিতি কি করবে সভা করে? আহা উহু করে? কে ঢেলে দেবে আমাদের প্রাণে মাতৃভাষার জন্য মমত্ব? কে অনুভব করাবে সাহিত্যের গৌরব? তারা যদি প্রা করে, ছাত্র-ভাষার প্রতি মমতা এগুলো কি আমার কন্টিনজেন্সি যে গ্রান্ট করে দেব ফাইলে?
বিহার বাঙালি সমিতিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। বাংলার সমাজ এবং শিকড় কেন বিন্যস্ত হতে পারছে না সেজন্য সঠিক কর্মসূচি নিতে হবে। বাঙালির এই অনৈক্য, দলাদলি এবং অন্তর্কলহকে দূর করে বিহারের সমগ্র বাঙালিকে এক হতে হবে। আমাদের সামনে কিন্তু প্রচন্ড দুর্দিন। ভাবতে হবে বহির্বঙ্গ নিয়ে যে আন্দোলন আমরা করতে যাচ্ছি তার রূপরেখাটি কি হবে? আপন আপন ঘর থেকেই তো শু হবে? নিশ্চয়ই ইংরেজী পড়ব, অবশ্যই হিন্দী পড়ব কিন্তু মাত্র একটা বিষয় বাংলাকে বাদ দিয়ে? আমাদের দেবনাগরী লিপিতে লিখে দিতে হবে বাংলাকে?দোষারোপ কাকে করব আমরা? বিহারে বাঙালিদের প্রতি সাধারণ মানুষের বা সরকারের কোন বিদ্বেষ আছে বলে মনে হয়না। তাদের মনে বাঙালিদের প্রতি এক সূক্ষ্ম শ্রদ্ধাবোধই কাজ করে -- বাঙালিরা নির্ঝঞ্ঝাট বাঙালিদের শিল্পবোধ প্রশংসনীয় --- তারা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং তারা ভীতু (এটা যে বাঙালি জাতির কত অগৌরবের কথা সেকথা আমরা ভুলেছি)। বিহারে বাংলা এবং হিন্দী নাটকের সূত্রপাত বাঙালিদের হাতে। রবীন্দ্রভবন, কালিদাস রঙ্গালয়, বীনাপাণি ক্লাব, পূর্ণিয়া দুর্গাবাড়ি, বিহার স্কুল অফ মিউজিক এন্ড ড্রামা ইত্যাদি বাঙালি সংস্থা এখনও সক্রিয়। কিন্তু বাংলা নাটক হয় না। কারণ দর্শক নেই। কেঁদে ককিয়ে পয়তাল্লিশ জন - তাও যারা করছে তাদের বাড়ির লোকদের ডেকে এনে। ঢাকের দায়ে মনসা বিকোয়। তিন হাজার টাকা খরচ করে বাংলা নাটক করে --দুত্তোর এবার হিন্দীই করব বলে কান মলি।
সমস্তিপুরে বেঙ্গলি হিন্দু থিয়েট্রিক্যাল হলটি অবাঙালিরা জবর দখল করেছে এবং ছাপরায় বাঙালি সমাজের প্রাণকেন্দ্র দুর্গাবাড়িটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলেছে। এ ধরনের ঘটনা অবশ্য যারা করছে তারা সব ভাষাভাষীদের মধ্যেই আছে - বাঙালি বিহারি বলে কথা নয়। একথা স্পষ্ট এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমরা ভূমিপুত্র হয়েও পরবাসী বা অন্য ভাষাভাষি। আমরা যে Native in Bihar তা ইংরেজ সরকার আইন করে বলে দিয়ে গেছে। সকলেই তো আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয় যে নিজের জায়গা ছেড়ে দেবে অন্য প্রদেশের জন্যে? তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা এবং রাজভাষার জন্যে অবহেলা করবে নিজের ভাষাকে?
আশার কথাও একটু আলোচনা করি। সশস্ত্র বিপ্লব শু হয়েছিল বিহারের মজঃফরপুর থেকে। তার নায়কছিলেন ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী। ১৯০৮-এ ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল। এতদিন পরে রেলমন্ত্রী শ্রী নীতীশকুমারের সৌজন্যে শ্রী তপন শিকদারের সহযোগিতায় এবং আমাদের অবাঙালীপ্রচেষ্টায় পুষারোড স্টেশনের নাম হোল ক্ষুদিরাম বোস পুষাস্টেশন এবং মজঃফরপুর স্টেশনের প্রবেশদ্বারের একটির নাম ক্ষুদিরাম বোস দ্বার। মজঃফরপুর সেন্ট্রাল জেলে ক্ষুদিরামের মূর্ত্তির পাশে প্রফুল্ল চাকীর একটি মূর্ত্তি স্থাপিত হবে, সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শ্রী শিকদার। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যত্রমে একটি পত্র গতবছর থেকে রাখা হয়েছে। বিহারের বাংলা সাহিত্য। এবং অন্যান্য পত্রেও বিহার সম্পর্কিত সাহিত্য তুলনামূলকভাবে আগের চেয়ে বেশি আছে। আমি আরও একটু কৌশলে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রচারটা করি। প্রায়ই রচনা প্রতিযোগিতার আয়াজন করি। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক কোন বিষয় বাংলা, হিন্দী এবং ইংরেজী যে কোন মাধ্যমে লিখতে পারে। রচনা জমা পড়ে আশিভাগ হিন্দী, বাকীটা ইংরেজীতে, কখনো সখনো দুটি বা একটি বাংলায়। কিন্তু যে ভাষাতেই লিখুক না কেন, ছাত্র বা তার অভিভাবক তথ্যগুলি খুঁজে পেতে ইন্টারনেট থেকে জেনে লিখে জমা দিচ্ছে তো? লাভটা তো আমাদের। একটু কৌশল করলে ক্ষতি কি? ১৮৬৫ তে পাটনা কলেজে ডিগ্রী স্ট্যান্ডার্ড চালু হোল বিহারে। তার পরের বছর বেঙ্গল গভর্নমেন্টের (জর্জ ক্যাম্পবেল) ডাইরেক্টরকে লেখা একটি চিঠির কথা বলে শেষ করি, --- The Lt. Governor has been much struck to observe at the convocation of Calcutta University held on 16th March that almost all, if not literally all, the

university candidates from Bihar were Bengalees. It may be that some of them are to a great extent naturalized in Bihar but still we do not keep up and specially protect a college in Bihar to educate immigrant Bengalees only. (Bengal Government Education A Proceedings, March 1872 No 63).

কিন্তু এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হয়েছিল ইংরেজ শাসককে। তৎকালীন বাঙালী সমাজের অনমনীয় প্রতিবাদ এবংবিহার বাসির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমান বিহার সরকার কি ইংরেজ সরকারের চেয়ে ক্ষমতাশালী? বেশি ক্রুর? বেশি বাঙালী বিদ্বেষী? তা নয়। আমরা সমগ্রভাবে চাইলে---ঐক্যবদ্ধভাবে চাইলে নিঃস্বার্থভাবে চাইলে আমাদের দাবি মানা হবে না? আসলে আমরা অধিকার খুইয়ে ফেলেছি, টানটান মেদন্ড কেমন যেন ঝুঁকে গেছে আমাদের। গৌরবময় অতীতের পাতাগুলো ধোঁয়াটে, বনফুলের লেখায় পেয়েছি (আর এক দিক) "যারা খেতে পরতে দিচ্ছে তাদের মন রেখে চলতে হবে। আগেই ইংরেজদের সেলাম করতুম এখন এদের করি।" হুমায়ুন কবীর বলেছিলেন ---প্রবাসীরা ও সীমান্তবাসীরা স্বভাবতই জাতি ও ভাষা সম্বন্ধেঅধিকতর সংবেদনশীল হন। এই সচেতনতার দণই সামাজিক জীবনে তাঁহাদের কর্তব্য বোধ জাগ্রত থাকে।"

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com